অদ্বৈত-পত্নী সীতা ঠাকুরানি

মুগ্ধ মজুমদার

মধ্যযুগে বাঙালি নারীর অবস্থান ছিল মূলত অন্দরমহল-কেন্দ্রিক। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তারের ফলে সেকালের বাঙালির সমাজে নানাদিক থেকে এসেছিল সংস্কারমুক্তির ঢেউ। আচণ্ডালদ্বিজ যেমন অধিকার পেয়েছিলেন হরিনাম সংকীর্তনের, তেমনি অন্তঃপুরে বন্দিনী নারীরাও পেয়েছিলেন বন্দিতার আসন। মহাপ্রভুর পরলোকপ্রাপ্তির পর বৈষ্ণব মহান্তগণের স্ত্রী-কন্যারাও এগিয়ে এলেন ধর্মীয় ভাবধারা প্রসারের জন্য। একে একে আবির্ভূত হতে থাকলেন বৈষ্ণব স্ত্রীগুরু বা গোস্বামিনীরা—যথা অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতা দেবী, নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবা দেবী ও কন্যা গঙ্গামণি দেবী, শ্রীনিবাসকন্যা হেমলতা দেবী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সর্বজনপূজ্যা ছিলেন সীতা দেবী।

বৈষ্ণব জীবনীকাব্যগুলি থেকে, বিশেষত হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থ থেকে জানা যায় সীতা ঠাকুরানির জীবনকাহিনি। সীতা দেবীর পিতা ছিলেন নৃসিংহ ভাদুড়ী। তিনি ছিলেন হুগলির সপ্তগ্রামের কাছে নারায়ণপুরের বাসিন্দা। পণ্ডিত ভাদুড়ীর যশস্বিনী দুই কন্যা—সীতা ও শ্রী। যথাসময়ে যদুনন্দনের পৌরোহিত্যে দু-বোনের বিবাহ হয় কুবের আচার্যের পুত্র কমলাক্ষর সঙ্গে। কুবের আচার্যের আদি বাড়ি ছিল সিলেটের নবগ্রামে। এপারে এসে তাঁর পাকাপাকি বসবাস হয় শান্তিপুরে। কমলাক্ষ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ও সংস্কৃতজ্ঞ। পরে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর নতুন নাম হয় অদ্বৈত আচার্য।

ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থীতে জন্ম হয়েছিল সীতা দেবীর। তাঁর বাপের বাড়ি সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা না গেলেও অদ্বৈত ও সীতার জীবনচরিতকারেরা বিবাহের আগে তাঁদের অল্পবিস্তর পূর্বরাগের গল্প লিখে রেখে গেছেন। বিবাহের পর শান্তিপুরের বাড়িতে শুরু হয় অদ্বৈত-সীতা-শ্রীর দাম্পত্য। সীতা ছিলেন ছয় সন্তানের জননী। এছাড়াও তিনি লালন পালন করেন শ্যামদাসকে। সীতার জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ পরবর্তী কালে বৈষ্ণবসমাজে বেশ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্র ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে অদ্বৈত-সীতার সখ্য ছিল। জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ পড়তেন অদ্বৈতের টোলে। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদিলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা দিয়েছেন নিমাইয়ের জন্মের পর মিশ্রবাড়িতে আগত

অতিথিদের। সেদিন শিশু নিমাইকে যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সীতা ঠাকুরানি। মঙ্গলদ্রব্যসমেত নানা উপহার এনেছিলেন তিনি ছোট্ট নিমাইয়ের জন্য। কৃষ্ণদাস নিঁখুত বর্ণনা দিয়েছেন সেকালের সচ্ছল-শৌখিন রুচিশীল বাঙালি বধূ সীতার :

''সুবর্ণের কড়ি বোলি রজতমুদ্রা পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুই বাহু দিব্য শঙ্খ রজতের মল বঙ্ক
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমে জড়ি কটি পট্ট সুত্র ডোরি
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্র বর্ণ পট্ট সাড়ী ভুনীফোতা পট্টপাড়ী
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন॥''*

সীতা শুধু রূপেই নন, গুণেও শ্রেষ্ঠা। 'অদ্বৈতমঙ্গল'-এ রয়েছে রন্ধন-পটিয়সী সীতার কথা। ''সীতার হাতের অন্ন অমৃতরস পুরে।'' আবার দেখি 'চৈতন্যচরিতামৃত'র মধ্যলীলায় অদ্বৈত নিমাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন 'একমুষ্টি অন্ন' সেবা করবার। সেদিন 'একমুষ্টি অন্ন'-র বদলে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধেছিলেন সীতা দেবীই। মাষবড়া, ক্ষীরপুলি, সাদ্রক শাক, মোচার ঘণ্ট, পায়েস, দুগ্ধ-লকলকী—কী নেই তাতে! তবে সীতা কেবল মধ্যযুগের আর পাঁচজন গৃহিণীর পরিচয়েই সীমায়িত থাকেননি। অন্তঃপুরের জীবনকে স্বীকার করেও তাকে নিঃশব্দে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের ধর্মাচরণের প্রধান সহায়ক ছিলেন তিনি। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর পর কর্তৃত্বের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যখন অস্থির বৈষ্ণবসমাজ, তখন সীতার ভূমিকা ছিল সমতা ও শৃঙ্খলাসহ মানুষের মনে ধী প্রদান করা। নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর মতো সুবিশাল শিষ্যমণ্ডলী না থাকলেও সীতার জনপ্রিয়তা ও সম্মান ছিল অমলিন। জাহ্নবা বা হেমলতা ঠাকুরানির মতো তিনি প্রথামাফিক গুরু হননি ঠিকই, কিন্তু আপামর বৈষ্ণবসমাজে তিনি ছিলেন সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা। সেকারণেই হয়তো পুরুষশাসিত সমাজেও নির্দ্বিধায় লেখা হয়েছিল সীতা দেবীর জীবনীকাব্য বিষ্ণুদাসের 'সীতাগুণকদম্ব' ও লোকনাথ দাসের 'সিতাচরিত্র' (সীতাচরিত্র)। 'সিতাচরিত্র' গ্রন্থে দেখা যায় সীতা দেবী দুই পুরুষ শিষ্যকে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী নারীর বেশ পরিধান করে কৃষ্ণভজনার নির্দেশ দিয়েছেন। সীতা দেবীর কাছে মন্ত্রদীক্ষার পর তাঁদের নাম হয় নন্দিনী ও জঙ্গলী। এক কিশোর রাখাল সীতা দেবীর কাছে দীক্ষার পর পরিচিতি লাভ করেন হরিপ্রিয়া নামে। সমকালীন বৈষ্ণবসমাজে সীতা ছিলেন মূর্তিমান আদর্শের প্রতীক। সেজন্যই হয়তো 'সিতাচরিত্র' পুঁথিটিকে বারবার অভিহিত করা হয়েছে 'সীতাভাগবত' নামে। কন্যা-জায়া-জননীর পরিচয়ের বাইরেও সীতা দেবী প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন আত্মস্বর। তাই বিষ্ণুদাসের 'সীতাগুণকদম্ব' শুধু সীতা দেবীর মাহাত্ম্যের জন্যই নয়, বাঙালি মেয়ের প্রথম জীবনী হিসেবেও গুরুত্বের দাবি রাখে। যাবতীয় সাংসারিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেও 'সাধারণী' সীতা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন 'দেবী' সীতাতে। সেজন্য আজও শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের বিগ্রহের পাশাপাশি পরম শ্রদ্ধায় পূজিত হচ্ছেন সীতা ঠাকুরানি।

সহায়ক গ্রন্থ

১। সম্পাদনা : রবীন্দ্রনাথ মাইতি, হরিচরণ দাস, *অদ্বৈতমঙ্গল* (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭৩)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : অধ্যাপিকা অপর্ণা রায়, বিশ্বভারতী

*পাশুলি—পাদাভরণবিশেষ, পাঁইজোর; ভুনীফোতা—একরকম চাদর, পট্টপাড়ী—পাটের পাড়যুক্ত